'মেঘনায় দরজা খোলা ছিল'

সালেহ বিপ্লব

সবুর খান সম্পর্কে আগ্রহ অনেক পুরানো, আগ্রহ রীতিমত মাঠে নামিয়ে দিল অনলাইনে এসে। চলে গেলাম তিন সদস্যের বাহিনী। ক্যামেরায় মাফি হোসাইন, প্রশাসনের মামা এম হোসেন। আমার ধারণা এম হোসেন মানে মামা হোসেন। অ্যানা সব ঠিকঠাক করে রেখেছিল। আমরা চলে গেলাম সবুর খান সাহেবকে জানতে। এই এতোসব, এতোকিছু! একজন মো. সবুর খান হয়ে ওঠার মূলমন্ত্র কী? তিনি যে বিষয়ে যখন বলছিলেন; মনে হচ্ছিল যেন, এত কিছু সম্পর্কে এতো জানাটাই বড় হওয়ার নিগূঢ় তত্ব! আবার তাতেও যেন মনের আশ মেটে না। একটা দু'চার কথার তত্ব থাকে এই উচ্চতর উদ্যোক্তা-নির্মাতা মানুষদের। সে প্রশ্ন খেলছে মনে। বলছিলেন আইটি খাতের উন্নয়ন, অগ্রগতি নিয়ে।

তার মতে, এই খাতে সামষ্টিক উন্নয়ন সেভাবে হয়নি, হচ্ছে না। একই অবস্থা কোম্পানি লেভেলেও। দ্রুত বড়লোক হওয়ার প্রবণতা আছে। দ্রুত বেশি বেতনে পৌঁছানোর তাগিদ আছে।

'এইখানে রাষ্ট্রের একটা বিষয় আছে। রাষ্ট্র আমাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেনি। ভারতে ১০ হাজার টাকা বেতন হলে জীবনযাপনের একটা ছক কাটা যায়। আমাদের এখানে সেটা ২৫ হাজারের কম না। তাতেও জীবন কাটানো কষ্টকর। আবার আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ভারতের আইটি ইন্ডাস্ট্রির তুলনায় কিছুই না। আমরা মেধা খুঁজে এনে লালন করি, কাজে লাগাই। ৪০ হাজার যার বেতন, তিনি লাখের ঘরে বেতন নিয়ে বিদেশ পাড়ি দিলেন। যারা দেশে থেকে এই খাতকে গড়ে তুলছেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আইটি খাত ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষতি হল দেশের।'

সবুর খান বললেন, 'এই অবস্থার মাঝেও ড্যাফোডিল পরিবারের সদস্যরা একসাথে আছে, এক পরিবারের মতো। যে যেখানেই থাকেন, এই পরিবারের সাথে যোগাযোগ থাকে। এ কারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাল করছে।'

আলোচনার এই পর্যায়ে আমাদের মনে হতে লাগল, মানুষকে আপন করে নেওয়ার বিষয়টি সাফল্যের চাবিকাঠি। অনেক অনেক মানুষকে এক পরিবারে রাখার মতো সাংগঠনিক দক্ষতার কথাও উপলব্ধিতে এলো। এই ফাঁকে টেলিভিশনের সাথে ১০ মিনিটের ইন্টারভিউতে বসলেন সবুর খান। আমরা চা বিরতিতে গেলাম। দেখলাম, চট করে শিক্ষক থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেন সুবক্তা ব্যবসায়ী নেতা। ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি তখন কথা বলছিলেন ক্যাপিট্যাল মেশিনারিজ নিয়ে। বন্দর, কাস্টমস ইত্যাদি নিয়ে। সেই অবসরে টেবিলে থাকা সফল ব্যক্তিদের একটা বই হাতে নাড়াচাড়া করা হচ্ছিল। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই বইটা আমাকে টানল না, বরং টেলিভিশনের সামনে সবুর খানের কথাগুলোয় মন দিচ্ছিলাম। আর এই প্রথম এক্সক্লুসিভ একটা সেশন তার সাথে। তার কথা শুধু শোনার নয়, দেখারও। আবার যখন মুখোমুখি, কথা আমাদের জীবনযাপন নিয়ে।

তিনি বলছিলেন, 'আমাদের আসলে মেনে নেওয়ার সক্ষমতা বেশি। মেনে নিচ্ছি, মেনে নেই অনেক কিছু। ট্রাফিক জ্যামের কথা ধরেন। রাস্তার কথা ধরেন। কীভাবে চলে? কেমন ব্যবস্থাপনা?' এই পর্যায়ে মালয়েশিয়ার প্রসঙ্গ এলো। 'বৃষ্টির পানি জমে শহর একাকার হলে ওরা স্মার্ট টানেল করে ট্রাফিক সামাল দেয়।'

জানালেন মালয়েশিয়ায় আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় করছে ড্যাফোডিল। সেদেশের কথায় আবার এলো আর্থিক নিরাপত্তার কথা। মালয়েশিয়া তার নাগরিকদের কী নিরাপত্তা-জাল দিয়েছে। সবুর খান তার সাবলীল ভঙ্গিতে বলছেন। "ওই দেশে মাসে ৮৫০ টাকার বেতনধারী হলেই যে কোন নাগরিক গাড়ি কিনতে পারে। দাম পরিশোধ ২৫ বছর মেয়াদে। লোকাল গাড়ি, পেট্রোলে চলে। সেই নাগরিক, সেই কর্মজীবী কিন্তু দ্রুত টাকার মালিক হওয়া নিয়ে ভাবে না। আর্থিক নিরাপত্তা জোরদার করার কথা রাষ্ট্রকে জরুরি তাগিদ নিয়ে ভাবতে হবে।

চট করে পিসি নিয়ে আবার শিক্ষকের ভূমিকায়। সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন-এসইও বোঝালেন। সব ওয়েব দেখালেন, বোঝালেন। ফাঁকে এলো চাঁদপুর আর জাহাঙ্গীরনগর। 'আমার জন্মভূমী, আমার ক্যাম্পাস। ওখানে আমার প্রেরণা, আমার শক্তি। আমাদের দরজা তাই সব সময় খোলা।'

আমরা নিজের চোখেই দেখলাম। চাঁদপুরের বেশ কজন মুরুব্বির সাথে বিনীত একটা সেশন দেখলাম। তিনি সব শুনে সব সমাধানের ছক দিয়ে দিলেন। আবার আমাদের আলাপ। ৩০ মিনিটের শিডিউল সোয়া ঘন্টায় ফুরায় না। নিজেই তাগিদ দিয়ে হালে পানি পাচ্ছিলাম না। তবে শুনতে বেশ লাগছিলো, জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'আপনি কি ক্লাসে পড়ান?' উত্তর, না।

আবার তথ্যপ্রযুক্তি। "আইটি'র ছেলেমেয়েরা এম্বিশাস হয়। স্বাভাবিক। কাজ জানলে অনেক বেতন, অনেক আয়। সামাজিক অস্থিরতা, আর্থিক নিরাপত্তার অভাব আর পারিপার্শ্বিকতা প্রভাব ফেলে এই প্রজন্মের ওপরেও। দ্রুত টাকার নাগাল পেতে চায় তারাও।"

উদ্যোক্তা হিসেবে সবুর খান বললেন, "রাষ্ট্রের পলিসির কারণে কোন বড় পরিকল্পনা করা যায় না। সফটওয়্যারে আমার ইনভেস্ট সবচেয়ে বেশী। কিন্তু মেধাবীদের ধরে রাখতে পারি না। চলে যায়। বেশীর ভাগ বিদেশে যায়।"

"আইটি-তে যারা ভাল করে, তাদের বেশীরভাগই প্রোগ্রামার। আমি নিজেও তাই ছিলাম। শুরুতে প্রোগ্রামে আগ্রহ ছিল। সে এক কঠিন সময়। ১৯৯০-র দিকে। টুলস ছিলো কম। কম্পিউটার সাইন্সে ৯৯ পারসেন্ট মার্কস পাওয়া সবুর খান নিজেই কম্পিউটারের খোলনলচে গড়ে তুলবেন, এটা স্বাভাবিক ভাবনা। যে কেউ মেনে নেবেন। তবে সবুর খানের ক্ষেত্রে না মানতে পারার একটি জোরালো যুক্তি খাড়া আছে। তিনি বিসিএস পাস করে পোস্টাল ক্যাডার পেয়েছিলেন। যাননি। সবুর করেছেন। নেমেছেন কম্পিউটারের ব্যবসায়। নীতিমালা ছিলো না, বিবিধ সাপোর্ট পেতে নানা ঝক্কি। আর ব্যবসাটা স্বপ্নেই ছিল। বাবা ব্যবসা করতেন। শিফট করতেন এই ব্যবসা থেকে ওই ব্যবসায়। সবুর খান তার বাবার কাছে জানতে চেয়েছেন, 'এত ইন্সটেবল না থেকে একটাতেই থাকেন না কেন?' জবাবে বাবা বলেছেন, 'তোমাদের নিজের হাতে বড় করছি। তাই এই ছাড়া পথ নেই। সংসার না দেখে ব্যবসার ওই হিসেবে যাই কী করে?'

তাই ব্যবসাকে ব্যবসার মত করতে চেয়েছেন গুণী মানুষটি। অনেক পথ পার করে, ড্যাফোডিল পরিবার নিয়মিত বড় হয়ে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসের কাজ চলছে। দেখালেন পিসিতে। চেয়ার ছেড়ে দাড়িঁয়ে কম্পিউটারে বোঝানোর কাজেও খুব দক্ষ সবুর খান। খুব ভালো বলেন। জেলার মানুষ পেলে 'চানপুরের' টানে কথা বলেন। জানালেন, ক্যাম্পাসে ঢুকতেই বিশাল প্লে গ্রাউন্ড। এই সবুজ বিশালতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জরুরি, কাব্যিক ঢং-এ বললেন।

সমকালীন প্রসঙ্গ নিয়েও দু'কথা হল। তার মতে, "এই সরকারকে ক্লিয়ার করতে হবে, তারা কতদিন থাকবেন। আর এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়।"

অনলাইন পত্রিকার কথা উঠতেই জানিয়ে রাখলেন, ঢাকা চেম্বারের ওয়েব পোর্টাল তিনি করে এসেছেন। আর নিজের হেভিওয়েট ওয়েব তো আছেই। তার আপত্তি অনলাইন পোর্টালের সংখ্যা ও মানের অনুপাত নিয়ে। পোর্টাল যতগুলোই হোক, মানসম্পন্ন হতে হবে। আর মান নিশ্চিত করে পোর্টালকে নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দিতে হবে। দেশের বাইরে থাকলে আমি ১০০ ভাগ অনলাইন নির্ভর। পাঠক পেতে হলে মনে রাখতে হবে, কতটা ফ্লেক্সিবিলিটি নিয়ে আপনি দিতে পারছেন।"

কথার খই ধরে আবার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার নিয়ে। শুরুর দিনকাল নিয়ে। বেঙ্গল ওয়াটারের সেই দিন।

'বুঝছেন সালেহ ভাই। বেঙ্গল ওয়াটারে চানপুর যাই। কেবিনের দরজা খোলা। আমনের ভাবি কয়, দরজা বন্ধ কর। আরাম কইরা বসি।'

শিশুসুলভ হাসি আছে চাঁদপুরের চাঁদ হয়ে আলো ঝরানো সবুর ভাইর মাঝে। সেই হাসি দিয়ে বয়ান শুরু আবার। 'আমি কইলাম, রাখো। শহরের ২০/৫০ জন মানুষ কেবিনের সামনে দিয়া আসা যাওয়া করব। চাচা, ভাই, খালা, ভাবী, বন্ধু সব কাতারের, সবার সাথে সালাম বিনিময় করবো। তারা প্রত্যেকেই জানতে চাইবে, কম্পিউটার ব্যবসা কেমন চলছে? এই পাবলিসিটি কোটি টাকায় পামু?'

সবুর খান তার স্ত্রীকে সবুর করার পথ দেখিয়েছিলেন। সুযোগ্য জীবনসাথী দেখেছেন সবুরে মেওয়া ফলেছে সবুর খানের হাতে।

Source: http://www.poriborton.com/article_details.php?article_id=45196